ভোগ ও ভোগব্যয়

‘ভোগ' শব্দটির সাথে আমরা সবাই পরিচিত। প্রতিটি প্রাণীকেই জীবনধারণের জন্য কোন না কোন দ্রব্য বা সেবা ভোগ করতে হয়

□মন - মানুষ মাছ, ভাত, মাংস প্রভৃতি সরাসরি ভোগ করে এবং কিছু কিছু দ্রব্য সরাসরি ভোগ না করে ঐগুলোর সেবা ভোগ

করে। টিভি, ফ্রিজ, গাড়ী প্রভৃতি হচ্ছে ঐ জাতীয় দ্রব্যের উদাহরণ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দ্রব্য ও সেবা ভোগ করে আমরা কী পাই?

দ্রব্য ও সেবা ভোগ করে আমরা উপ□োগ বা তৃপ্তি পাই। কাজেই দ্রব্য ও সেবার দিক থেকে বিচার করলে, ভোগ হচ্ছে উপ□োগ

ধ্বংশকরণের প্রক্রিয়া (চৎড়পবংং ড়ভ ফবংঃৎঁপঃরহম ঁঃরষরঃু)। কেননা একটি দ্রব্য বা সেবা ভোগ করার ফলে দ্রব্যটির উপ□োগিতা

ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়। □মন - আপনি একটি ল্যাংড়া আম খেয়ে ফেলার পর আমটির আর উপ□োগীতা থাকে না। শার্ট পরিধান করে

ফেললে শার্টের উপ□োগিতা নিঃশেষ হয়ে □ায়। কিন্তু ‘ভোগ' কীভাবে পরিমাপ করা □ায়? □মন - আপনি একটি ল্যাংড়া আম

খেলেন। এক্ষেত্রে আপনার ভোগ কত? হয়ত বলবেন একটি ল্যাংড়া আম। উত্তরটি আসলে তা নয়। কেননা ‘ভোগ' □হেতু

উপ□োগ ধ্বংশকরণের প্রক্রিয়া সেহেতু ল্যাংড়া আমটি থেকে আপনি □তটুকু উপ□োগ বা তৃপ্তি পেয়েছেন তার পরিমাণই হচ্ছে

ভোগের পরিমাণ। কিন্তু আপনি ব্যষ্টিক অর্থনীতি (গএউ ২২০৬) কোর্সের ইউনিট-২ এর পাঠ-৩ থেকে জেনেছেন □, উপ□োগ

পরিমাপ করা কষ্টসাধ্য। পৃথিবীতে এমন কোন মাপকাঠি (সবধংঁৎরহম ৎড়ফ) আবি®কৃত হয়নি □া দ্বারা মানুষের তৃপ্তি বা সন্তুষ্টি

পরিমাপ করা □ায়। কাজেই ‘ভোগ' সরাসরি পরিমাপ□োগ্য নয় তাই ‘ভোগ' পরিমাপের জন্য একটি প্রক্সি ব্যবহার করা হয় তা

হচ্ছে ‘ভোগ ব্যয়' (পড়হংঁসবৎ বীঢ়বহফরঃঁৎব)। অর্থাৎ আপনি একটি ল্যাংড়া আম খেলেন -এক্ষেত্রে আপনার ভোগ ব্যয় হবে

ল্যাংড়া আমটি ক্রয় করতে □ত টাকা ব্যয় হয়েছে তার সমান। □দি ল্যাংড়া আমটির দাম ১০ টাকা হয় তাহলে আপনার ভোগব্যয়

হবে ১০ টাকা □া দ্বারা আপনার ভোগ পরিমাপ করা হবে। আশা করি, আপনি ভোগ ও ভোগব্যয়ের মধ্যেকার সংজ্ঞাগত তফাৎটা

বুঝতে পেরেছেন। ‘ভোগ' সরাসরি পরিমাপ করা □ায় না বিধায় ভোগের পরিমাপ হিসেবে ‘ভোগব্যয়কে' ব্যবহার করা হয়।

ভোগ তাৎক্ষণিক বা দীর্ঘকালব্যাপী হতে পারে। □মন, আপনি এক গ-াস লেবুর শরবত পান করলেন - এটা তাৎক্ষণিক ভোগ, কিন্তু

একটি ফ্রিজের সেবা আপনি অনেক বছর ধরে ভোগ করতে পারছেন - এটা দীর্ঘকালব্যাপী ভোগ। তবে ‘ভোগ' তাৎক্ষণিক বা

দীর্ঘকালব্যাপী □া-ই হউক না কেন ‘ভোগব্যয়' সাধারণতঃ তাৎক্ষণিক হয়ে থাকে। □মন- ফ্রিজের সেবা দীর্ঘকাল ভোগ করা হলেও

ফ্রিজ ক্রয়ের অর্থ ভোক্তাকে ক্রয়ের সময়েই পরিশোধ করতে হয়।

ভোগ অপেক্ষক

উপরের অনুচ্ছেদে আপনি ভোগ ও ভোগব্যয় স□পর্কে জেনেছেন। এ অনুচ্ছেদে জানবেন ব্যবহার□োগ্য আয়ের সাথে ভোগব্যয়ের

স□পর্কটা কোন্ ধরনের? ভোগব্যয়ের একাধিক নির্ধারক

রয়েছে □মন - ব্যবহার□োগ্য আয়, স□পদ, দামস্তর, মুদ্রাস্ফীতির হার, সুদের হার, ভবিষ্যৎ আয় স□পর্কে প্রত্যাশা প্রভৃতি। তঃ § ধ্যে

অন্যতম হচ্ছে ব্যবহার□োগ্য আয়। আপনি দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ভোগে কত টাকা ব্যয় করবেন তা নির্ভর করে আপনার

ব্যবহার□োগ্য আয় কত তার উপর (ইউনিট-২ এ ব্যবহার□োগ্য আয় স□পর্কে বণর্না রয়েছে)। ব্যবহার□োগ্য আয় বেশী হলে ভোগ

ব্যয় বেশী হবে এবং ব্যবহার□োগ্য আয় কম হলে ভোগব্যয় কম হবে। অর্থাৎ ভোগব্যয় ও ব্যবহার□োগ্য আয়ের মধ্যে একটি

সরাসরি কার□কারণ স□পর্ক রয়েছে - এই স□পর্ককেই বলা হয় ভোগ অপেক্ষক (ঈড়হং ঁসঢ়ঃরড়হ ঋঁহপঃরড়হ)। আর অর্থনীতির

সকল ভোক্তার মোট ভোগব্যয় ও মোট ব্যবহার□োগ্য আয়ের মধ্যেকার স□পর্ককে বলা হয় জাতীয় ভোগ অপেক্ষক (ঘধঃরড়হধষ

ঈড়সং ঁসঢ়ঃরড়হ ঋঁহপঃরড়হ)। বর্তমান আলোচনায় আমরা ভোগ অপেক্ষক বলতে জাতীয় ভোগ অপেক্ষককে বুঝব।

গাণিতিকভাবে, জাতীয় ভোগ অপেক্ষককে নিুরূপে লিখা □ায় -

ঈ = ঈ + পণউ ---------- (১)

এখানে ঈ = মোট ভোগব্যয়, ঈ = স্বয়ম্ভূত ভোগ ব্যয়

প = প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা, ণউ = মোট ব্যবহার□োগ্য আয়

আমরা আলোচনার সুবিধার্থে ‘মোট ব্যবহার□োগ্য আয়ের' স্থলে ‘মোট জাতীয় আয়' ব্যবহার করতে পারি। তাতে বিশে-ষণের

কোনরূপ হেরফের হবে না। কেননা হস্তান্তর পাওনা বাদ দিলে মোট ব্যবহার□োগ্য আয় মোট জাতীয় আয়েরই একটি অংশ

(ইউনিট-২ এ দেখুন)। অতএব (১) নং আপেক্ষকটিকে আমরা নিুরূপে লিখতে পারি -

ঈ = ঈ + পণ ---------- (২)

এখানে ণ = মোট জাতীয় আয়।

ভোগ অপেক্ষকে ব্যবহৃত ধারণাসমূহ □মন- স্বয়ম্ভূত ভোগব্যয়, প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা প্রভৃতি স□পর্কে এ পাঠে আমরা বিস্তারিত

আলোচনায় □াব না। ইউনিট -৩ এ এগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হবে। এ মূহূর্তে আমরা শুধুমাত্র ভোগ অপেক্ষকের লেখচিত্র

রূপ স□পর্কে ধারণা নিব। আমরা ব্যষ্টিক অর্থনীতি (গএউ ২২০৬) কোর্সের ইউনিট-১ এর পাঠ - ২ থেকে অর্থনীতিতে চিত্রের

ব্যবহার স□পর্কে □ জ্ঞান লাভ করেছি তা কাজে লাগিয়ে জাতীয় ভোগ অপেক্ষককে নিু□ের চিত্রের সাহা□্যে উপস্থাপন করতে পারি -

ঈ

ঈ

ঙ

ণ

অ

ই

ঈ ক

}

–ল¡ঠ ®র¡ঘ□ণঁ

–ল¡ঠ ঝ¡ধ£ঁ ইঁ

ঈঁñ § ধ ®র¡ঘ

¢ছœ ৩.১: ®র¡ঘ অ–ভৎখ

চিত্র ৩.১ এ ভূমি অক্ষে মোট জাতীয় আয় এবং উল্লম্ব অক্ষে মোট ভোগব্যয় দেখানো হয়েছে। ঈঈ রেখাটি হচ্ছে জাতীয় ভোগ

অপেক্ষক। ঈঈ রেখার প্রতিটি বিন্দু মোট জাতীয় আয় ও মোট কাংখিত বা পরিকল্পিত (ফবংরৎবফ ড়ৎ ঢ়ষধহহবফ) ভোগব্যয়ের

সমন্বয় দেখাচ্ছে। □মন - অ বিন্দুতে মোট জাতীয় আয় = ওই এবং মোট কাংখিত বা পরিকল্পিত ভোগ = অই। কাংখিত বা

পরিকল্পিত ভোগব্যয় হচ্ছে দেশের জনগণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণতঃ ১ বছর) কত টাকা দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ভোগে ব্যয়

করবে বলে আশা করা হচ্ছে তাহা। ভোগ অপেক্ষকের বিভিন্ন বিন্দু বিভিন্ন আয়স্তরে কাংখিত বা পরিকল্পিত ভোগব্যয় দেখায়।

প্রকৃত ভোগ কাংখিত বা পরিকল্পিত ভোগ থেকে ভিন্ন হতে পারে। □মন - ধরুন, আপনি ৫০০০ টাকা বেতন পেলেন এবং

বেতনের চার পঞ্চমাংশ অর্থাৎ ৪০০০ টাকা দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ভোগে ব্যয় হবে বলে আপনি স্থির করলেন অর্থাৎ আপনার কাংখিত

বা পরিকল্পিত ভোগব্যয় ৪০০০ টাকা। কিন্তু মাসের শেষে হিসেব করে দেখলেন □, ভোগব্যয় হলো ৪৫০০ টাকা - এটা আপনার

প্রকৃত (ধপঃঁধষ) ভোগব্যয়। দেখা □াচ্ছে, আপনার কাংখিত ভোগ ও প্রকৃত ভোগ ভিন্ন হচ্ছে। বিভিন্ন কারণে এটা ঘটতে পারে।

ঠিক তেমনি একটি দেশের প্রকৃত ভোগব্যয় কাংখিত বা পরিকল্পিত ভোগব্যয় থেকে ভিন্ন হতে পারে।

আমরা জাতীয় আয় নির্ধারণ তত্ত¡ বিশে-ষণে প্রকৃত ভোগ নিয়ে মাথা ঘামাব না, শুধুমাত্র কাংখিত বা পরিকল্পিত ভোগের মধ্যে

আমাদের আলোচনা সীমিত রাখব। কাংখিত ভোগের দুটো অংশ রয়েছে - স্বয়ম্ভূত ভোগ (অঁঃড়হড়সড়ঁং ঈড়হংঁসঢ়ঃরড়হ) ও

প্ররোচিত ভোগ (ওহফঁপবফ ঈড়হংঁসঢ়ঃরড়হ)। চিত্র ৩.১ এ ওই আয়স্তরে ইক(=ঈ) হচ্ছে স্বয়ম্ভূত ভোগ এবং কঅ(=পণ)

হচ্ছে প্ররোচিত ভোগ। প্ররোচিত ভোগ আয়ের সাথে স□পর্ক□ুক্ত অর্থাৎ আয় বাড়লে (বা কমলে) প্ররোচিত ভোগও বাড়ে (বা

কমে), কিন্তু স্বয়ম্ভূত ভোগ আয়ের সাথে স□পর্ক□ুক্ত নয়। আয় শূন্য হলেও স্বয়ম্ভূত ভোগ ধনাত্মক হয়। আপনি ইউনিট-৪ থেকে

স্বয়ম্ভূত ভোগ ও প্ররোচিত ভোগ স□পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।